আচার্য বিনদ সেনিক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

CC-10 (Hons)   ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় হল ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ও তার প্রতিক্রিয়া, একদল মনে করেন যে ঔরঙ্গজেব আকবরের আমলে অনুসৃত ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছিলেন, তবে সমসাময়িক প্রতিবেদকরা যতই তাঁকে ভারতে ইসলামের রক্ষক হিসাবে উল্লেখ করুক না কেন ঔরঙ্গজেব তাঁর হারেমে মুঘলদের মর্যাদা বা ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন, সার্বভৌম হিসাবে তাঁর নামে খুৎবা পাঠ উচিত হলেও শাহজাহান জীবিত থাকতে তিনি তা করতে পারেননি, পরবর্তীকালে তিনি কাজী আব্দুল ওয়াহাবের সাহায্যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, এক গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মতে, এই সময় থেকেই ঔরঙ্গজেব অধিকমাত্রায় মৌলবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন, পিতা ও ~~[illegible]~~ ভাইদের বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ঠুর আচরণ উলামাদের যে সন্তুষ্ট করেনি, তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন, এই ক্ষোভ নির্মূল করার জন্য তিনি মৌলবাদকেই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক এটাও দেখিয়েছেন ঔরঙ্গজেবের পূর্বসূরীদের দীর্ঘদিন রাজত্বকালে হিন্দুরা অবাধ্য হয়ে উঠলে ঔরঙ্গজেব অধিকমাত্রায় মুসলমানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন, ফলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁকে কিছু কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়।

অধ্যাপক J.F. Richards তাঁর 'The Mughal Empire' গ্রন্থে ~~[illegible]~~ বলেছেন ঔরঙ্গজেব এই ধারণাই তৈরী করলেন যে মুঘল সাম্রাজ্য অবশ্যই হবে দার-উল-ইসলাম বা ইসলামের রাষ্ট্র এবং 'শরিয়ৎ' অনুসরণ করে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি

Scanned by CamScanner

করাই হবে তার উদ্দেশ্য। পিতার প্রতি আচরণের মধ্যে দিয়ে তিনি
ধর্মীয়ত্ব-কে প্রমাণ করেছেন, যে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। এই
আশাবোধকে স্থাপন করার জন্যই তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিদের নানাভাবে
সাহায্য করতে থাকেন এবং একাজে ইসলামের বিভিন্ন বস্তুর কাছে
নতমস্তক হতে শুরু করেন। অধ্যাপক Satish chandra তাঁর 'Medieval
India : From Sultanat to the mughals' (1526- 1748) গ্রন্থে
বলেছেন ঔরঙ্গজেব মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, রাজ্য শরিয়ত মেনে
চালাতে হবে, কিন্তু তা যেন কোনোভাবেই শক্তিশালী হিন্দু অভিজাতদের
ও জমিদারশ্রেণীকে আঘাত না করে। আকবরের আমলে শাসন
থেকে নির্বাসিত উলেমারা এতদিন পরে শাসনে ফিরে এল
এবং শাসনের ইসলামীকরণ করা হল। সতীশ চন্দ্রের মতে
এর কাল বিভাজন দুটি। প্রথমত, শুরু থেকে 1679 খ্রী: পর্যন্ত এবং
দ্বিতীয়ত 1679 থেকে 1707 খ্রী:।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রথম পরিচয়
হিসাবে বলা যায় 1644 খ্রী: গুজরাটের সুবাদার থাকাকালীন তিনি হিন্দুদের
বিখ্যাত চিন্তামণি মন্দিরের মধ্যে গো হত্যা করে ঐ মন্দিরের পবিত্রতা
নষ্ট করেন এবং সেটিকে ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। আবার
দেখা যায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে তিনি কাজেলেই ধর্মীয় মৌলবাদের
স্লোগান দেননি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা অধিভুক্ত রাজ্যগুলির সঙ্গে
মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করলেও তিনি তা হতে দেননি অথচ দরবারের
চরিত্র বুঝে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলেমার মানসিকতা বুঝতে পেরে
তিনি 1658 খ্রী: 29 মে সে সামুগড়ের যুদ্ধে দারাকে বিধর্মী
হিসাবে চিহ্নিত করে রক্ষণশীলদের স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করেন।
এই যুদ্ধ কাজেলেই ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে উদারনীতিবাদের
লড়াই ছিল না। অভিজাতেরা প্রত্যেকেই এতে অংশ নিয়েছিল
স্বাগত করলে।

1659 খ্রী: এক নির্দেশনামা জারী করে মুদ্রার ওপর কলমা খোদাই করা নিষিদ্ধ করেন ঔরংজেব, কারণ বিধর্মীদের হাতে পড়ে তা কলুষিত হবার সম্ভাবনা ছিল। পারস্যের রীতি অনুসারে মুঘল দরবারে এতকাল নববর্ষে প্রচলিত নওরোজ অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর্থনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও তিনি রাহদারী বা পথকর তুলে দেওয়ার ফলে রাজকোষ প্রতিবছর 25 লক্ষ টাকা হারান। আরও অন্যান্য শুল্ক তুলে দেওয়ার ফলে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হয়ে যায় এবং 'মাসির-ই-আলমগীরী'-র রচয়িতা মুস্তাইদ খান লিখেছেন সম্রাট রাজপরিবার এবং নিজের খরচও কমাতে শুরু করেন। হিন্দুদের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে মুসলমানদের তিনি ব্যবসা করতে উৎসাহ দেন। 1671 খ্রী: এক নির্দেশে তিনি বলেন, রাজস্ব বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারী হবে মুসলমান। কিন্তু দক্ষ মুসলমান পাওয়া না গেলে ঐ নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়। সুতরাং আর্থিক নীতির ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান খুব স্বচ্ছ ছিল না এবং তিনি এর দ্বারা হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করেছিলেন।

হিন্দু মন্দিরের উপর আক্রমণ এবং তা ধ্বংস করার নীতি ঔরংজেবের পিতার আমলেও লক্ষ্য করা যায়। 1669 খ্রী: 9ই এপ্রিল এক আদেশ জারী করে পৌত্তলিকদের সমস্ত বিদ্যালয় এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠান করার এবং তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও শিক্ষা বন্ধ করার নির্দেশ দেন, প্রাদেশিক শাসকরা তৎক্ষণাৎ সম্রাটের এই নির্দেশ কার্যকরী করেন। এইসময় বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দির ধূলিস্যাৎ, মথুরার বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির ধ্বংস করে তাকে তোলা হয় বিশাল মসজিদ। এর পিছনে যে কেবল ধর্মীয় কারণ কাজ করছিল তা নয়। 1669 খ্রী: তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন থাট্টা, মুলতান এবং বেনারসে বহু মন্দিরে হিন্দুরা

Scanned by CamScanner

তাছাড়া মুসলমানরাও যাতায়াত করে এবং ব্রাহ্মণরা সম্রাটের বিরুদ্ধে এখানে কাজ করছে। সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন, মন্দির ধ্বংসের কারণ কিছুটা রাজনৈতিকও বটে। J.F. Richards মনে করেন ঐ মন্দিরের মাধ্যমে তাদের শক্তি ও মহিমা প্রকাশ হচ্ছিল এবং তারা সম্রাটকে নানাভাবে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলেন। যদিও 1672 খ্রী: গুজরাটের মন্দিরগুলিতে সয়ুরঘাল বা নিষ্কর দান নিষিদ্ধ হয়, তথাপি তিনি বৃন্দাবনের কিছু বৈষ্ণব মঠকে এবং শিখগুরু রামদাসকে দেরাদুনে গুরুদ্বার নির্মানের জন্য ভূমিদান করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, জিজিয়া করের পুনরায় প্রবর্তন। কাফি খাঁ লিখেছেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে জিজিয়ার চাপে জর্জরিত হয়ে দরিদ্র হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জিজিয়া প্রদানের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইবে। কিন্তু আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সামরিক দায়িত্ব পালন ছিল বাধ্যতামূলক, কিন্তু অইসলামীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই সামরিক দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার হাত থেকে রেহাই পাবার বিনিময়ে তাদের উপর জিজিয়া আরোপিত হয়েছিল। ড: সতীশ চন্দ্রের ধারনা ঔরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহনের পরেই জিজিয়া প্রবর্তনে আগ্রহী হলেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য তা করতে পারেননি। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, মোট ভূমিরাজস্বের 15% ছিল জিজিয়া। ইংরেজ কুঠিয়াল এবং ইতালীয় পর্যটক মানুচির মতে তিনি শূন্য রাজকোষ পূরন করার জন্য জিজিয়া ফিরিয়ে আনেন। জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন আসলে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মনে করেন ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোকে এটি অবিশ্বাস্য যে অমুসলমানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহনে বাধ্য করার জন্যই ঔরঙ্গজেব জিজিয়া বলবৎ করেছিলেন।

বিজাপুর ও গোলকোন্ডা অভিযানকালে তিনি নিজেকে ইসলামের নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসাবেই প্রমাণ করতে চাইলেও বিজাপুর ও গোলকোন্ডাকে মারাঠাদের থেকে মুক্ত করতে পারেননি। এই দুটি মুসলমান অঞ্চল জয়ের কলঙ্ক এড়াবার জন্য তিনি নিজেকে ধর্মের রক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। আবার যখন স্থানীয় নায়ক বা দেশমুখদের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন, তখন মৌলবাদী চিন্তা অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছিল। 'নুস্খা-ই-দিলকুশা'র লেখক ভীমসেন যে বিশাল মন্দিরগুলির তালিকা দিয়েছেন, ঔরঙ্গজেব সেগুলির ক্ষতি করার কোনো চেষ্টা করেননি। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চলতেই থাকায় মুঘলদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হতে থাকে এবং 1704 খ্রী: তিনি দাক্ষিণাত্যে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

স্যার উলসী হেগ (wolsely Haig) এর মতে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সাম্রাজ্যের পতনে ভীষণভাবে ক্ষতিকারক হয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিককালে অনেক ঐতিহাসিকের মতে ঔরঙ্গজেব ব্যক্তিগত ধর্মে বা সংকীর্ণ ইচ্ছাবোধ দ্বারা চালিত হয়ে তাঁর ধর্মনীতি স্থির করেননি। গবেষক B.N. Pande তাঁর 'Islam and Indian culture' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক কারণে যেমন মন্দির ভেঙেছেন তেমনি মসজিদও ভেঙেছেন, তাই মন্দির ভাঙার কাজকে ধর্মীয় দিক থেকে বিচার না করে রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করা উচিত। বিভিন্ন তথ্যাদি-বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক M. Athar Ali তাঁর 'The Mughal Nobility under Aurangzeb' গ্রন্থে বলেছেন যে মৃত যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষী তাঁর পুত্র অজিত সিংহকে যোধপুরের 'টীকা' প্রদানের শর্তে নিজেরাই মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করতে রাজী ছিলেন। অন্যদিকে ঔরঙ্গজেবের আমলে নীচু পদে হিন্দুদের নিয়োগের বিরোধীতা করা হলেও উঁচু পদে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা

Scanned by CamScanner

বেড়েছিল, এ সম্পর্কে আতহার আলী তথ্য পরিসংখ্যান দেন তা হল —

মনসবদার	শাহজাহান			ঔরঙ্গজেব					
	1628 – 58			1658-78			1679-1701		
	মোট	হিন্দু	শতকরা	মোট	হিন্দু	শতকরা	মোট	হিন্দু	শতকরা
5000 ও তদূর্ধ্ব	49	12	24.5%	51	10	19.6%	79	26	32.9%
3000 ও তদূর্ধ্ব	88	22	25%	90	18	20%	133	36	27.1%
1000 – 2700	300	64	21.3%	345	77	22.3%	363	120	33.1%
মোট	437	98	22.4%	486	105	22.3%	575	182	31.6%

আকবরের মতো সমন্বয়বাদী চেতনা বা সহিষ্ণুতা হয়তো ঔরঙ্গজেবের ছিল না, কিন্তু তিনি যে পুরোপুরি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আসলে আকবরের উত্তরাধিকারীদের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল আকবরের রাজপুতনীতির পথ থেকে বিচ্যুত না হয়েও মোল্লাবাদীদের আস্থা অর্জন করা। ধর্মীয় সহনশীলতাকে বর্জনের কথা কেউই ভাবেননি, কিন্তু ঔরঙ্গজেব অধিকমাত্রায় ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করেন। Ishwari Prasad তাঁর 'History of India: From Earliest times to fall of the Mughal Empire' গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন "It is astonishing that a great king like Aurangzeb should have lost all sense of proportion in the glare of religious zeal." Irfan Habib তাঁর 'Medieval India: The study of a civilization' গ্রন্থে লিখেছেন 1672 খ্রীঃ হিন্দুদের জন্য সরকারী দত্তভূমি বাতিল করা হয়েছিল এবং মুসলমানদের দান করা সব সরকারী জমি 1690 খ্রীষ্টাব্দের পর বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। সম্রাটের

Scanned by CamScanner

শিখদের শাসনকালে কর্মচারীদের মধ্যেও ধর্মীয় উন্মাদনার জন্ম হয়েছিল, যা এতদিন ছিল অনুপস্থিত। ডঃ সুশীল চৌধুরী তাঁর 'সমুদ্র বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য' গ্রন্থে দেখিয়েছেন সুরাটে মুষ্টিমাত্র কাজী হিন্দু বণিকদের উপর অত্যাচার চালাতেন বলে বিদ্রোহ দেখা যায়, সম্রাটের হস্তক্ষেপে তারে সেই সমস্যার নিরসন হল। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলির যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েও এ কথা বলা যায় যে একটি বহুজাতি ও ধর্ম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে সংখ্যা লঘিষ্ঠের ধর্মসংখ্যা গরিষ্ঠের উপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতা কখনও সুফলদায়ী হয় না। সতীশ চন্দ্র লিখেছেন, ঔরঙ্গজেব মনে রাখেননি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় পরিস্থিতি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর মতন ছিল না। যুগোপযোগী না হওয়ায় ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সাম্রাজ্যের সর্বস্তরেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল।

Scanned by CamScanner